

সম্প্রতি ইয়াহু উদযাপন করল তার ২০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। ইয়াহু ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বিশ্বের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে পরিবর্তন ঘটেছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবে। ইন্টারনেটের দুই যুগকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য ইয়াহুর নিউজ এডিটর ইন্টারনেট যুগের বেশ কিছু ওয়ার্ড ও ফ্রেইজ তুলে ধরেছেন, কোম্পানি প্রতিষ্ঠার সময় এগুলোর কোনো অস্তিত্বই ছিল না। এসব ওয়ার্ডের মধ্যে কিছু আমাদের অতিপরিচিত শব্দ: ব্লগ, সেলফি, এমনকি সোশ্যাল মিডিয়া। ফেসবুকের প্রতিষ্ঠাতা মার্ক জুকারবার্গ যখন ফেসবুক প্রতিষ্ঠা করেন, তখন ইয়াহুর বয়স ১০ বছর। অর্থাৎ ইয়াহু চালু হওয়ার ১০ বছর পর ফেসবুক চালু হয়। ২০ বছর পূর্তিতে ইয়াহুর যুগে প্রযুক্তিবিশ্বে যে পরিবর্তনগুলো সংঘটিত হয়েছে, সেগুলোর মধ্য থেকে শীর্ষ কয়েকটি শব্দ এ লেখায় উপস্থাপন করা হয়েছে।

ব্লগ

ব্লগ হলো ওয়েবলগসের সংক্ষিপ্ত রূপ। ১৯৯০ সালের শেষের দিকে এর অস্তিত্ব আমরা জানতে পারি। ব্লগ হলো এক ধরনের ওয়েবসাইটের অংশ, যা জার্নাল বা ডায়রির মতো। ব্লগিং হলো ব্লগে একজনের মতবাদ, চিন্তাভাবনা, ধারণা, অভিজ্ঞতা প্রকাশ করা। জার্নাল হিসেবে ব্লগ নিয়মিতভাবে আপডেট হয়। ব্লগ যেহেতু অনেকটা ডায়রির মতো কাজ করে, তাই এটি সূচনা করে ব্লগ সেলিব্রেটিক যুগের এবং ব্লগিং ধারণা বা কনসেপ্ট হয়ে ওঠে ডিজিটাল নিউজ রিপোর্টিংয়ের স্ট্যাপল বা প্রধান উপাদান।

বিটকয়েন

বিটকয়েন একটি পরিচিত অনলাইন পেমেণ্ট সিস্টেম, যা ২০০৯ সালে প্রথম চালু হয়। বর্তমানে এটি অতি সুপরিচিত। বর্তমানে এক লাখের বেশি ব্যবসায়ী বিটকয়েন পেমেণ্ট সিস্টেমকে গ্রহণ করছেন। তবে ইদানীং কিছু ক্রিপ্টোকারেন্সির ছোটখাটো দোকান গড়ে উঠতে দেখা যাচ্ছে। সম্প্রতি ফেডারেল রিজার্ভ অ্যানালাইসিসের মতে, মালামাল ও সার্ভিসের জন্য পেমেণ্ট এখনও মোটামুটিভাবে ব্যবহার হয়।

ক্লিকবাইট

ক্লিকবাইট (Clickbait) বা অনলাইন কনটেন্ট ইউজারের পক্ষ থেকে জেনারেট করে ক্লিক (Click) এবং এর বিনিময়ে রেভিনিউ হয় বিজ্ঞাপন থেকে। সাধারণত এটি একটি অবমানকার টার্ম, যা মানের বা নির্ভুলতার ঘাটতি বোঝায়। ২০১৪ সালে অনিয়ন (Onion) চালু করে ব্যঙ্গাত্মক ওয়েবসাইট ক্লিকহোল (Clickhole), যা তথাকথিত বাজফিড।

ক্রাউডসোর্সিং

ক্রাউডসোর্সিং হচ্ছে বেশকিছু লোকের কাছ থেকে কাজ পাওয়া বা তহবিল পাওয়ার একটি অনলাইন প্রসেস। ক্রাউডসোর্সিং টার্মটি এসেছে ক্রাউড (Crowd) ও আউটসোর্সিং (Outsourcing) শব্দ দুটি একসাথে মিলিয়ে। ক্রাউডসোর্সিং হচ্ছে কাজ নেয়া ও তা বেশ কিছু

লোকের মাঝে আউটসোর্সিং করা। ক্রাউডসোর্সিং টার্মের সূচনা ২০০৫ সালে Wired ম্যাগাজিনের মাধ্যমে।

ফ্রেন্ড ও লাইক

নব্বই দশকের মাঝামাঝি ইয়াহু যখন প্রথম চালু হয়, তখন ফ্রেন্ড (Friend) টার্মটি ছিল একটি সাধারণ Noun তথা বিশেষ্য এবং লাইক (Like) ছিল একটি স্ট্যান্ডার্ড Verb তথা ক্রিয়া। তবে ২০০৪ সালে ফেসবুক চালু হওয়ার পর এ শব্দগুলো পার্টস অব স্পিচ অদল-বদল হয় এবং ব্যবহারকারীরা অনলাইনে যেভাবে আচরণ করে তা রিডিফাইন্ড করে। অর্থাৎ ব্যবহারকারীর অনলাইন আচরণ রিডিফাইন্ড করে।

বর্তমানে 'ফ্রেন্ড' বা 'আনফ্রেন্ড' টার্মটি আরও অনেক বেশি সাধারণভাবে পরিচিত।

ইন্টারনেট জগতের অতি পরিচিত অধিকতর নয় কয়েকটি শব্দ
ডা. মোহাম্মদ সিয়াম মোয়াজ্জেম

ফেসবুকে কাউকে অ্যাড করার জন্য বা কাউকে ফেসবুক থেকে অপসারণ করার জন্য রেফার করা হয়। এবং ফটোতে লাইকের সংখ্যা, যা সামাজিক স্ট্যাটাসে সমভাবে বিবেচনা করা হয়, যারা ছবি পোস্ট করেন, তারা কোনো লাইক পান না।

ফ্ল্যাশ মব

ফ্ল্যাশ মব হলো কিছু লোক বা জনগণের গ্রুপ হঠাৎ করে পাবলিক প্লেসে বা প্রকাশ্য স্থানে কোনো কিছু সম্প্রচারের জন্য সমবেত হয়। সাধারণত ফ্ল্যাশ মব হয়ে থাকে সংক্ষিপ্ত পারফরম্যান্সের মাধ্যমে। ২০০০ সালের মাঝামাঝি বা শেষের দিকে ফ্ল্যাশ মব হয়ে ওঠে এক জনপ্রিয় পাবলিক আর্ট ফরম।

গোপ্রো

স্থানযোগ্য তথা মাউন্টেবল এইচডি ক্যামেরার পেছনে যেসব কোম্পানি আছে, সেগুলো বর্তমানে ভাইরাল অ্যাকশন স্পোর্টস এবং ড্রোন ভিডিওসহ সর্বব্যাপী হয়ে উঠেছে। এগুলো প্রথম চালু হয় ২০০২ সালে। ক্যালিফোর্নিয়াভিত্তিক কোম্পানি স্যান ম্যাটিও (San Mateo) এর শেয়ার জনসাধারণের কেনার জন্য বাজারে ছাড়ে

২০১৪ সালে। এ সময় এর আর্থিক মূল্য ছিল প্রায় ৩ বিলিয়ন ইউএস ডলার।

হ্যাশট্যাগ

টুইটার যে বছর গঠন করা হয়েছিল, সে বছরই তৈরি হয় হ্যাশট্যাগ টপিক তথা বিষয় অনুযায়ী টুইট সার্চ অর্গানাইজ করার উপায় হিসেবে তৈরি করা হয় হ্যাশট্যাগ। তবে পরবর্তী সময়ে ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামসহ অন্যান্য মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম তা গ্রহণ করে নেয়। ব্যবহারকারীরা একটি ওয়ার্ডের সামনে একটি নাম্বার বা পাউন্ড সিম্বল বসাতে পারেন, যাতে সংশ্লিষ্ট ডিসকাশন টপিককে চিহ্নিত করার যায়। যেমন- #Hastag। এ বছর হ্যাশট্যাগ ওয়ার্ডটি প্রথমে যুক্ত করা হয় অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারিতে।

ইন্টারনেট মেমে

ইন্টারনেট মেমে হলো ধারণা, শ্লোগান বা মিডিয়ার অংশ, যা খুব দ্রুতগতিতে বিস্তৃতি লাভ করেছে এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে একেকজনের সাথে একেকভাবে আচরণ করে অনেকটা ভাইরাসের মতো। ইন্টারনেট মেমে হতে পারে ইমেজের গঠন, হাইপারলিঙ্ক ভিডিও, ছবি ও ওয়েবসাইট।

ফটোবম্ব

ফটোবম্ব হচ্ছে কিছু ফটোগ্রাফির সিরিজ প্রকাশ্য স্থানে তথা পাবলিক প্লেসে যুক্ত করার কার্যক্রম। প্রতিটি ফটোগ্রামকে এমনভাবে নাম্বার করা হয়, যাতে খুব সহজেই ফটোশেয়ারিং ওয়েবসাইটে খুঁজে পাওয়া যায়। ইন্টারনেট যুগের অন্যান্য অনেক জিনিসের মতো ফটোবম্বিংও পরিণত হয়েছে এক সামাজিক মিডিয়া পরিচালিত স্পোর্ট। বেশিরভাগ ফটো জিওট্যাগ করা যাতে সেগুলো জিওগ্রাফিক্যাল কনটেক্সটে দেখা যায়।

পডকাস্ট

পডকাস্ট হচ্ছে একটি ডিজিটাল মিডিয়াম, যা ধারণ করে অডিও, ভিডিও, ডিজিটাল রেডিও, পিডিএফ বা ইপার ফাইল ইত্যাদির বর্ণনামূলক সিরিজ- যেগুলো ডাউনলোড করা যাবে ও শোনা যাবে মোবাইল ডিভাইসে, যেমন- ২০০০ সালের মাঝামাঝিতে উদ্ভূত হওয়া জনপ্রিয় আইপড ও আইটিউনে। সম্প্রতি পডকাস্ট খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে বিশেষ করে ননফিকশন পডকাস্ট সিরিয়ালের সফলতার পর।

সেলফি

সেলফি বা সেলফ পোর্ট্রেট ফটোগ্রাফ সাধারণত হ্যান্ড-হেল্ড ডিজিটাল ক্যামেরা বা ক্যামেরা ফোন দিয়ে তোলা ছবি। সেলফি সাধারণত শেয়ার করা হয় সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সার্ভিসে, যেমন- ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম বা টুইটারে।

বর্তমানে সেলফি তরুণ প্রজন্মের কাছে খুবই জনপ্রিয় এবং দিন দিন তা বেড়েই চলেছে। ২০১২ সালের শেষের দিকে টাইম ম্যাগাজিনের বিবেচনায় এ বছরে অন্যতম শীর্ষ দশ বাজ ওয়ার্ডের একটি হলো সেলফি।

সেলফি বর্তমানে বিশ্ব জগতের সীমা ছড়িয়ে মহাশূন্যে নিজের অবস্থান তৈরি করে নিয়েছে, এমনকি মঙ্গলগ্রহেও।

(বাকি অংশ ৭০ পৃষ্ঠায়)

সোশ্যাল মিডিয়া

সোশ্যাল মিডিয়া একটি কমপিউটার মিডিয়েটেড টুল, যা জনগণকে অনুমোদন করে তথ্য ভার্চুয়াল কমিউনিটি ও নেটওয়ার্কে তথ্য তৈরি, তথ্য শেয়ার বা বিনিময়, চিন্তা-ভাবনা এবং ছবি/ভিডিও শেয়ার করতে। সোশ্যাল মিডিয়াকে নির্দিষ্ট তথ্য ডিফাইন করা হয় ইন্টারনেটভিত্তিক এক গ্রুপ অ্যাপ্লিকেশন, যা তৈরি হয় ওয়েব ২.০-এর আইডিওলজিক্যাল ও টেকনোলজিক্যাল ফাউন্ডেশনের ভিত্তিতে। এটি জনসাধারণকে সুযোগ দেয় ইউজার জেনারেটেড কন্টেন্ট তৈরি ও বিনিময় করার।

অনেকের পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন যে, ইয়াহুর অস্তিত্ব ছিল অনেক আগে থেকে, এমনকি জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া সাইট যেমন- ফেসবুক, ইউটিউব, টুইটার, টাম্বলার, ইনস্টাগ্রাম ও লিঙ্কডইন এমনকি পাইওনার প্রাটফরম ফ্লিকস্টার এবং মাইস্পেসের আগে।

টেক্সট

ফোন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ইলেকট্রনিক মেসেজ দুই বা ততোধিক ফিক্সড বা মোবাইল ফোন ডিভাইসে কম্পোজ ও সেন্ড করার কার্যক্রমকে টেক্সট মেসেজিং বা টেক্সটিং বলা হয়। এখানে টেক্সট হলো ক্রিয়া, যা মোবাইল ফোন বা স্মার্টফোনের মাধ্যমে টেক্সট মেসেজ সেন্ড করার অ্যাক্ট বা আচরণ, টেক্সটিং দিনকে দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের কাছে

ইন্টারনেট জগতের অতি

(৭১ পৃষ্ঠার পর)

সেলফি বর্তমানে বিশ্ব জগতের সীমা ছড়িয়ে মহাশূন্যে নিজের অবস্থান তৈরি করে নিয়েছে, এমনকি মঙ্গলগ্রহেও।

সোশ্যাল মিডিয়া

সোশ্যাল মিডিয়া একটি কমপিউটার মিডিয়েটেড টুল, যা জনগণকে অনুমোদন করে তথ্য ভার্চুয়াল কমিউনিটি ও নেটওয়ার্কে তথ্য তৈরি, তথ্য শেয়ার বা বিনিময়, চিন্তা-ভাবনা এবং ছবি/ভিডিও শেয়ার করতে। সোশ্যাল মিডিয়াকে নির্দিষ্ট তথ্য ডিফাইন করা হয় ইন্টারনেটভিত্তিক এক গ্রুপ অ্যাপ্লিকেশন, যা তৈরি হয় ওয়েব ২.০-এর আইডিওলজিক্যাল ও টেকনোলজিক্যাল ফাউন্ডেশনের ভিত্তিতে। এটি জনসাধারণকে সুযোগ দেয় ইউজার জেনারেটেড কন্টেন্ট তৈরি ও বিনিময় করার।

অনেকের পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন যে, ইয়াহুর অস্তিত্ব ছিল অনেক আগে থেকে, এমনকি জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া সাইট যেমন- ফেসবুক, ইউটিউব, টুইটার, টাম্বলার, ইনস্টাগ্রাম ও লিঙ্কডইন এমনকি পাইওনার প্রাটফরম ফ্লিকস্টার এবং মাইস্পেসের আগে।

টেক্সট

ফোন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ইলেকট্রনিক মেসেজ দুই বা ততোধিক ফিক্সড বা মোবাইল ফোন ডিভাইসে কম্পোজ ও সেন্ড করার

এবং প্রবীণ প্রজন্মের লোকেরা টেক্সট মেসেজ বেশি ব্যবহার করেন শোক বা দুঃখ প্রকাশের ক্ষেত্রে। বলা যায়, শোক প্রকাশের ক্ষেত্রে মৌখিক আলাপচারিতার পরিবর্তে টেক্সট মেসেজ ব্যবহার বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন প্রবীণেরা।

সেক্সট

সেক্সটিং প্রায় অশ্লীল মন্তব্য বা গল্পের সঙ্গী, যার ব্যাপ্তি হতে পারে প্রণয়কৌতুক থেকে শুরু করে নগ্ন ছবি কম বয়সী ছেলেমেয়ে থেকে শুরু করে প্রায় সব বয়সীর কাছে শেয়ার করা। এক গবেষণায় দেখা গেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অপ্রাপ্ত বয়সী ছেলেমেয়ের বেশিরভাগই সেক্সটিংয়ে লিপ্ত। বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি হচ্ছে স্মার্টফোন জেনারেশনের ‘নিউফার্স্ট বেজ’।

টুইট

টুইটার হলো অনলাইন সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সার্ভিস, যা ইউজারকে সক্ষম করে সর্বোচ্চ ১৪০ ক্যারেক্টারের মেসেজ সেন্ড ও রিড করতে, যাকে বলা হয় টুইট। রেজিস্টার্ড ইউজারেরা টুইট রিড ও পোস্ট করতে পারেন। তবে আনরেজিস্টার্ড ব্যবহারকারীরা শুধু টুইট রিড করতে পারেন। ব্যবহারকারীরা টুইটার অ্যাক্সেস করতে পারেন ওয়েবসাইট ইন্টারফেসের মাধ্যমে ও এসএমএস বা মোবাইল ডিভাইস অ্যাপের মাধ্যমে। ২০০৬ সালের মার্চে টুইটার তৈরি করা হয় এবং জুলাইয়ে টুইটার চালু হয়। বর্তমানে সারা বিশ্বে টুইটার ব্যবহারকারীর সংখ্যা মিলিয়নের বেশি এবং

কার্যক্রমকে টেক্সট মেসেজিং বা টেক্সটিং বলা হয়। এখানে টেক্সট হলো ক্রিয়া, যা মোবাইল ফোন বা স্মার্টফোনের মাধ্যমে টেক্সট মেসেজ সেন্ড করার অ্যাক্ট বা আচরণ, টেক্সটিং দিনকে দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের কাছে এবং প্রবীণ প্রজন্মের লোকেরা টেক্সট মেসেজ বেশি ব্যবহার করেন শোক বা দুঃখ প্রকাশের ক্ষেত্রে। বলা যায়, শোক প্রকাশের ক্ষেত্রে মৌখিক আলাপচারিতার পরিবর্তে টেক্সট মেসেজ ব্যবহার বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন প্রবীণেরা।

সেক্সট

সেক্সটিং প্রায় অশ্লীল মন্তব্য বা গল্পের সঙ্গী, যার ব্যাপ্তি হতে পারে প্রণয়কৌতুক থেকে শুরু করে নগ্ন ছবি কম বয়সী ছেলেমেয়ে থেকে শুরু করে প্রায় সব বয়সীর কাছে শেয়ার করা। এক গবেষণায় দেখা গেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অপ্রাপ্ত বয়সী ছেলেমেয়ের বেশিরভাগই সেক্সটিংয়ে লিপ্ত। বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি হচ্ছে স্মার্টফোন জেনারেশনের ‘নিউফার্স্ট বেজ’।

টুইট

টুইটার হলো অনলাইন সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সার্ভিস, যা ইউজারকে সক্ষম করে সর্বোচ্চ ১৪০ ক্যারেক্টারের মেসেজ সেন্ড ও রিড করতে, যাকে বলা হয় টুইট। রেজিস্টার্ড ইউজারেরা টুইট রিড ও পোস্ট করতে পারেন। তবে আনরেজিস্টার্ড ব্যবহারকারীরা শুধু টুইট রিড করতে পারেন। ব্যবহারকারীরা টুইটার অ্যাক্সেস করতে পারেন

প্রতিদিন ৩৪০ মিলিয়নের বেশি টুইট পোস্ট হয়।

ওয়াই-ফাই

ওয়াই-ফাই হলো লোকাল এরিয়া ওয়্যারলেস টেকনোলজি, যা অনুমোদন করে একটি ইলেকট্রনিক ডিভাইস, যাতে ব্যবহার হয় কমপিউটার নেটওয়ার্কিং। ওয়্যারলেস ইন্টারনেট টেকনোলজি ১৯৯৫ সালের আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল। ওয়াই-ফাই টার্মটি প্রথম ব্যবহার হয় ১৯৯৫ সালে।

২০০০ সালের প্রথম দিকে বিশ্বের অনেক দেশ শহরজুড়ে ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার পরিকল্পনা করে। ২০০৫ সালে সানিভেইল ক্যালিফোর্নিয়া হলো যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম শহর, যেখানে অফার করা হয় শহরজুড়ে ফ্রি ওয়াই-ফাই জোন গড়ে তোলার জন্য। এখানে বেজ হলো ইয়াহু।

ভাইরাল

সোশ্যাল মিডিয়া উন্নতি লাভ করার আগে ‘Going Viral’ ফ্রেইজ বর্তমানে ইন্টারনেটের দ্রুত উন্নতি লাভের কারণে ওয়েব সংস্কৃতির সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

ফিডব্যাক : siam.moazzem@gmail.com

ওয়াই-ফাই হলো লোকাল এরিয়া ওয়্যারলেস টেকনোলজি, যা অনুমোদন করে একটি ইলেকট্রনিক ডিভাইস, যাতে ব্যবহার হয় কমপিউটার নেটওয়ার্কিং। ওয়্যারলেস ইন্টারনেট টেকনোলজি ১৯৯৫ সালের আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল। ওয়াই-ফাই টার্মটি প্রথম ব্যবহার হয় ১৯৯৫ সালে।

ওয়াই-ফাই

ওয়াই-ফাই হলো লোকাল এরিয়া ওয়্যারলেস টেকনোলজি, যা অনুমোদন করে একটি ইলেকট্রনিক ডিভাইস, যাতে ব্যবহার হয় কমপিউটার নেটওয়ার্কিং। ওয়্যারলেস ইন্টারনেট টেকনোলজি ১৯৯৫ সালের আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল। ওয়াই-ফাই টার্মটি প্রথম ব্যবহার হয় ১৯৯৫ সালে।

২০০০ সালের প্রথম দিকে বিশ্বের অনেক দেশ শহরজুড়ে ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার পরিকল্পনা করে। ২০০৫ সালে সানিভেইল ক্যালিফোর্নিয়া হলো যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম শহর, যেখানে অফার করা হয় শহরজুড়ে ফ্রি ওয়াই-ফাই জোন গড়ে তোলার জন্য। এখানে বেজ হলো ইয়াহু।

ভাইরাল

সোশ্যাল মিডিয়া উন্নতি লাভ করার আগে ‘Going Viral’ ফ্রেইজ বর্তমানে ইন্টারনেটের দ্রুত উন্নতি লাভের কারণে ওয়েব সংস্কৃতির সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

ফিডব্যাক : siam.moazzem@gmail.com